নিমতায় বৃহন্নলাকে গুলি করে খুনে ধৃত মূল অভিযুক্ত ছোট্টু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিমতা থানার উত্তর দমদম পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের ছোটফিঙ্গার সাবিত্রী পল্লীতে এক বৃহন্নলা খুনে ধৃত মূল অভিযুক্ত মহম্মদ কাবার ওরফে ছোট্টু ওরফে ছটি। ধৃতের বাড়ি টিটাগড়ের উড়ান পাড়ায়। খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়স্ত্রটিও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

প্রসঙ্গত, ১ লা আগস্টের দিন সন্ধেতে পিছন থেকে পিঠে ৩৫ বছরের সুমনা ধরকে পরপর তিনটি গুলি করে দুষ্কৃতীরা। পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। নিমতা অঞ্চলের তৃতীয় লিঙ্গদের প্রধান ছিলেন এই সুমনা। ঘটনার দিন রাতেই পুলিশ টিটাগড় থেকে লাডলা

নামে এক বৃহন্নলাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। লাডলা জেরা করার পর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছোট্টু পুলিশের জালে। যদিও ধৃত ছোট্টু খুনের কথা কবুলও করেছে। ধৃতের দাবি, পাড়ায় তাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। সুমনার জন্য সে একদমই কাজ পাচ্ছিল না। ধৃত ছোট্টু আরও জানিয়েছে, ঘটনার দিন তিন হাজার টাকায় ভাড়ায় অটো করে সাবিত্রী পল্লীতে চ্যালা মহম্মদ লাডলাকে সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল। অটো চালককে জোর করে আনা হয়েছিল এবং সুমনা নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার আগেই তারা এলাকায় হাজির হয়েছিল। সুমনা অটো থেকে নেমে বাড়ির দিকে যেতেই, তারা দুজন পিছু নিয়েছিল। তারপর পিছন থেকে পরপর তিনটি গুলি চালিয়ে ওকে খুন করা হয়।

উদয়ন গুহর উস্কানিমূলক আচরণের নিন্দায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি প্রাক্তন বিধায়ক উদয়ন গুহর বিবৃতির তীব্র নিন্দা করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, উদয়ন গুহ সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বিবৃতিতে বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণের যে উস্কানি এবং প্ররোচনা দিয়েছেন তা নজিরবিহীন। তিনি যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির ভাষা নয়। একজন প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে এই ধরনের প্রতিহিংসা এবং উস্কানিমুলক বিবৃতি তার কাছ থেকে কাম্য নয়। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর এবং আক্রমণের সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশের গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে যেসব রাজনৈতিক দল দিল্লিতে প্রাতঃরাশে মিলিত হচ্ছেন, তাদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। দেশের অন্য কোন রাজ্যে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিরোধীদের উপর এইভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি।

অন্যদিকে এগরা এবং খয়রাশোলে দুজন বিজেপি কর্মীর হত্যার নিন্দা করে শমীক বাবু বলেন, যারা রাজ্যের বাইরে গিয়ে শান্তির বাণী প্রচার করতে চাইছে তাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পর ৩৩জন বিজেপি কর্মী নিহত হয়েছেন। শাসকদলের এই জঘন্য হত্যালীলা থেকে মানুষ কবে মুক্তি পাবে সে বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন, দল, নেতা এবং মন্ত্রী একযোগে কাজ করছেন বলে তার আরও অভিযোগ। শ্রী ভট্টাচার্য জানান, বিজেপি গণতান্ত্রিকভাবে এর মোকাবিলা করছে। এই হিংসার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ও সাংবিধানিক প্রধানের কাছে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত হত্যা বন্ধ হয়নি।

কিশোরীকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের জালে এক ব্যক্তি ভাটপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কিশোরীকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবার অভিযোগ উঠল এক মহিলা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে। ভাটপাড়া থানার কাটা ডাঙ্গার রোডের ফিঙ্গা পাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩১ জুলাই দুপুর থেকে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ওই কিশোরী। অভিযোগ, ওইদিন বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ভাটপাড়ার চালকি পাড়ার বাসিন্দা জয়শ্রী গুপ্তা এবং তার ছেলে সুরজ ওই কিশোরীকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। কিশোরীর মা ওইদিন বিকেলে বাড়িতে ফিরে মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিলেন না। তিনি ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিশোরীর মা ললিতা চৌধুরীর অভিযোগ, জয়শ্রী গুপ্তা ওই মহিলা তার মেয়েকে ৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে নৈহাটির হাজিনগরে ৪০ বছরের বিজয় খোটিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এমনকি বিজয়ের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়েও দিয়ে দেয়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার রাতে বিজয় খোটিককে গ্রেপ্তার করেছে। সেইসঙ্গে কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় আনে। যদিও মূল অভিযুক্ত জয়শ্রী গুপ্তা বেপাত্তা। ভাটপাড়া থানার পুলিশ জয়শ্রী গুপ্তার খোঁজ চালাচ্ছে। এদিকে মঙ্গলবার সকালে ভাটপাড়া থানার সামনে জমায়েত হয়েছিলেন কিশোরীর পরিবার, পরিজন ও পড়শিরা। তারা মূল অভিযুক্ত জয়শ্রী গুপ্তা ও তার ছেলের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন।

বন্যায় মৃতদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: অতিবৃষ্টির জেরে বন্যায় এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে ১৬ জন মারা গিয়েছেন রাজ্য সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মৃতদের পরিবারের হাতে দ্রুত এককালীন দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে গতকাল গভীর রাতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বকুলতলার সীমানা বাজারে পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনায় যে আট জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে রাজ্য সরকার তাদের পরিবারের হাতেও ক্ষতিপূরণ তুলে দিয়েছে। বিধায়ক বিমান ব্যানার্জি গত সন্ধ্যায় পরিবারগুলির হাতে দুই লক্ষ টাকার চেক এবং বস্ত্র তুলে দেন।

সূত্রের খবর, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতির ফলে মারা গিয়েছে মোট ১৬ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১, বাঁকুড়ার ৪, কালিম্পংয়ের ২, হাওড়ার ১, পশ্চিম বর্ধমানের ১, পশ্চিম মেদিনীপুরের ২,পূর্ব বর্ধমানের ১, পুরুলিয়ার ৩ এবং মুর্শিদাবাদের ১ জন। মূলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কিংবা জলের তোড়ে দেওয়াল ভেঙে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ক্ষতিপূরণ হিসাবে রাজ্য সরকার তাঁদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেবে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে শহর কলকাতার একাধিক এলাকাও। শহরতলিতেও জল যন্ত্রণায় নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীদের। জল না নামায় রোজকার কাজকর্মে ব্যাঘাতও ঘটেছে। সব মিলিয়ে গোটা পরিস্থিতি নিয়ে এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

শিল্পের জমিতে প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বৃহৎ শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার শিল্পের জন্য নেওয়া জমিতে প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়ার ভার নিজের হাতে নিচ্ছে। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য জমি পছন্দ করলেও অনেক সময় জল ,রাস্তা ,বিদ্যুতের মতো প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যা মেটাতে এবার শিল্পের জন্য নির্ধারিত জমিতে প্রাথমিক পরিকাঠামো সরকারের তরফে তৈরি করে দেওয়া হবে। তবে তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই মেটাতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের জমি ব্যাংকে থাকা পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে ৯০০ একর জমিতে এই ধরনের প্রাথমিক শিল্প পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। হলদিয়ায় ৩৫০ একর জমিতে, পুরুলিয়া জঙ্গল সুন্দরী কর্ম নগরীতে ২৪৮৩ একরে এবং নদীয়ার কল্যাণীতে ১০০ একর জমিতে প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি করার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম শিল্প গড়ার জন্য নেওয়া অব্যবহৃত জমি ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

ব্যবসা প্রক্রিয়া সরলীকরণে রাজ্যের স্কচ পুরস্কার লাভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া সরলীকরনের জন্যে রাজ্য সরকার চারটি স্কচ পুরস্কার লাভ করেছে। শিল্পসাথী প্রকল্পের জন্য স্কচ প্ল্যাটিনাম পুরস্কার জয় করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ টুইট করে জানিয়েছন। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু প্রক্রিয়া সরলীকরন এবং ই নথিকরন বিভাগের পরিষেবার জন্য রাজ্য দুটি সিলভার স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলেও তিনি টুইটে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও শহরাঞ্চলের জন্য অনলাইনে শংসাপত্র নবীকরন পরিষেবায় ভাল কাজের জন্যে রাজ্যকে গোল্ড স্কচ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এইজন্য সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। গোটা দেশের মধ্যে যেন এইরাজ্যে সবচেয়ে সহজে ব্যবসা করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার সব ধরনের প্রক্রিয়ার সরলীকরন করার কাজ চালিয়ে যাবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

হাওড়ায় বন্যায় ভেসে প্রাণ গেল দশম শ্রেণির ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। এ বার সেই জলের তোড়েই হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে ভেসে গেল এক কিশোরী। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার হয়েছে বছর ষোলোর ওই কিশোরীর দেহ। মৃত কিশোরীর নাম রিমা রক্ষিত। সে ক্লাস টেনের ছাত্রী। উদ্ধার করে উদয়নারায়ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রিমা উদয়নারায়ণপুরের জোকার বাসিন্দা। সে খিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই বন্যার জল তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে যাচ্ছিল। দুপুরে সেই জলেই কোনও ভাবে পড়ে যায় রিমা। তার পর ভেসে যায়। কিছু ক্ষণের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দুর থেকে তাকে উদ্ধার করেন পরিবারের লোকজন। এর পর রিমাকে উদয়নারায়ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই জানানো হয়, রিমা মারা গিয়েছে। ওই ছাত্রীর বাবা রবীন্দ্রনাথ রক্ষিত পেশায় কৃষক। মেয়ের আমস্কিম মৃত্যুতে শোকাহত তিনি। শোকে আচ্ছন্ন গোটা পরিবার।

মেয়েটির পরিবার জানিয়েছে, স্নান করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল মেয়েটি। জলের স্রোতে ভেসে কিছুটা দূরে একটি পুকুরে পড়ে সে। সাঁতার না জানায়, জল কাটিয়ে বেরোতে পারেনি সে। এই ঘটনায় মেয়েটির পরিবারকে অসতর্কতাকেই দায়ী করেছেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর পাঁজা।

রিমার মৃত্যু নিয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও, রাজ্য জুড়ে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রকেই দায়ী করেছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। মঙ্গলবার আমতার ভাটোয়া কুলিয়াঘাটের প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল এবং সেচ দফতরের অন্য আধিকারিকরাও। সেখানে সৌমেন অভিযোগ করেন, ''নদীগুলির নাব্যতা কমে গিয়েছে। অথচ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন্দ্র। ডিভিসি জল ছাড়ার আগে কখনও কখনও রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার কখনও কিছু জানায় না।'' সৌমেনের অভিযোগ, একসঙ্গে দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। অথচ ওই পরিমাণ জলধারণের ক্ষমতাই নেই নদীর। তার জন্যই বার বার বন্যা হচ্ছে।

মঙ্গলবার আমতার দ্বীপ অঞ্চল ভাটোরা কুলিয়াঘাট প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন সৌমেন। সঙ্গে ছিলেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। কুলিয়া এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন সেচমন্ত্রী। আমতা এবং উদয়নারায়নপুর এর বন্যার জন্য তিনি সরাসরি কেন্দ্রকে দায়ী করেন। নদীর নাব্যতা কমে গেলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। ফলে ছ'টি জেলায় বন্যা হয়েছে বলে তাঁর দাবি। কেন্দ্রের তরফে আর্থিক সাহায্য না মিললেও, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজ্য বন্যা প্রতিরোধে বিশেষ পরিকল্পনা করেছে এবং তার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন সৌমেন।

শ্রদ্ধার্ঘ্য
পরমারাধ্য ৺শচীন্দ্র নাথ বসু

পিতা! কোথায় কতদূরে আপনি! নিরন্তর এই আসা যাওয়ার পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা। মৃত্যুতেই কি সব শেষ? মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন, মৃত্যুর পরেই যেতে হবে পিতৃলোকে।

প্রত্যেক বংশেরই একজন পিতৃপুরুষ সেই লোকে অবস্থান করছেন। মৃত্যুর পরে তাঁর বংশের সদস্যরা যখন একে একে পিতৃলোকে আসেন, তখন সেই বংশের পরমপিতা তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর অবস্থার কথা জানিয়ে দেন। একটা বিচার হয়। কী করে এলে, কী করা উচিত ছিল। এখানে আমার কাছে থাকো কিছুদিন, এই দেহহীন কর্মহীন লোকে পরমশান্তিতে। তারপর?

তোমার আবার জন্মাবার ইচ্ছা প্রবল হবে; তখন তোমার বংশের পিতা তোমার বাসনা বিচার করে তোমাকে বলে দেবেন, তুমি এইবার কোথায় জন্মাবে। সেই অনুসারে তোমাকে প্রার্থনা করতে বলবেন। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতে হবে তা নয়। সৌরজগৎ বলে আমরা যাকে জানি, এই রকম অসংখ্য সৌরলোক আছে, বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক আছে, তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে প্রার্থনা ও আবার জন্ম।

'যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাং প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি' 'বৃহাদরণ্যক' বলছেন, পুরুষ যখন দেহত্যাগ করেন তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হন, তারপর আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন, আরো ঊর্ধ্বে চন্দ্রমাকে, সেই অসীম গতিপথে আরো ঊর্ধ্বে অশোক ও অহিম লোক, পিতা সেই লোকেই অনন্ত বৎসর আপনার অবস্থান।

আপনাকে আমাদের শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

আপনার নিতাই।
সঙ্গে আপনার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)

সৌজন্যে ঃ লেক কালীবাড়ী

IRIS CLOTHINGS LIMITED
Reg. Office: 103/24/1, Foreshore Road, Howrah - 711102
CIN: L18109WB2011PLC166895

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 (Rupees in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-June-21 Unaudited	31-Mar-21 Audited	30-June-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited
1	Revenue (Total Income)	1956.13	2974.10	570.81	8824.43
2	Expenses (Total Expenses)	1714.24	2632.79	698.23	7,942.85
3	Profit before Exceptional Item and Tax (1–2)	241.89	341.31	(127.43)	881.58
4	Exceptional Items	-	-	-	-
5	Profit before Tax (3 – 4)	241.89	341.31	(127.43)	881.58
6	Tax Expense	61.80	132.24	-	228.28
7	Profit for the year (5 – 6)	180.09	209.07	(127.43)	653.30
8	Other Comprehensive Income (net of tax)	3.00	39.27	(9.00)	12.27
9	Total Comprehensive Income for the year(7+8)	183.09	248.34	(136.43)	665.57
10	Paid-Up Equity Share Capital (Face value of the share Rs. 10/- each)	1631.41	1631.41	1631.41	1631.41
11	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each):				
	(a) Basic	1.10	1.28	(0.78)	4.00
	(b) Diluted	1.10	1.28	(0.78)	4.00

Notes:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meetings held on 2nd August, 2021.
2. The above results have been reviewed by the Statutory Auditors as required under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015.
3. The financial results of the Company has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.
4. The Company operates only on a single segments which predominantly are manufacturing and trading of garments as envisaged in Ind AS 108- Segment Reporting notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015.
5. The figures for the current quarter ended on 30th June 2021 is not comparable with the results of the corresponding quarter, as there was nationwide lockdown/restrictions due to Covid-19 pandemic declared by the Government in the major part of the quarter ended on 30th June 2020. The Company has made an assessment of the continuing Covid-19 pandemic. In assessing the impact of the pandemic on the Company's operations and performance, the Company has considered internal and external information up to the date of the approval of the financial statements and based on current indicators of future economic conditions, the Management is of the view that it will not be severely impacted. The impact of the global health pandemic may be different from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.
6. Figures for the previous periods have been regrouped wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors
SD/-
Santosh Ladha
Managing Director

Place: Howrah
Date: 02.08.2021

PANSARI DEVELOPERS LIMITED

পানসারি ডেভেলপার্স লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর (CIN): L72200WB1996PLC079438
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৪, এনএস রোড, পঞ্চম তল , কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১, ভারত | টেলি. নং: ০৮৯১-২৫৭৪৫১৭
ই-মেইল : purti2961@dataone.in | ওয়েবসাইট : http://www.pansaridevelopers.com

পোস্টাল ব্যালটের নোটিস

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (''দ্য অ্যাক্ট'') এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানগুলির বিধান, যদি কিছু থাকে, তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস,২০১৪ (''দ্য রুলস'') এর রুল ২০ এবং ২২ , সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস,২০১৫ (''সেবি লিস্টিং রেগুলেশন''), জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর২০২০, (''দ্য এমসিএ সার্কুলার'') (''দ্য এমসিএ সার্কুলার'') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা ইস্যুকৃত অনুসারে, পানসারি ডেভেলপার্স লিমিটেড (''দ্য কোম্পানি'') ০২ আগস্ট, ২০২১ পোস্টাল ব্যালট নোটিস (''দ্য নোটিস'') ইমেল এর মাধ্যমে পাঠানো সম্পন্ন করেছে ৩০ জুলাই, ২০২১ তারিখের নোটিসে উল্লিখিত ব্যবসার ব্যাপারে তাদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস,২০১৪ (সংশোধিত মত) এর রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস), রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিতমতো) (যে কোন সংবিধিবদ্ধ সংশোধন(গুলি) বা এর পুনর্নির্মাণ(গুলি), যা আপাতত বলবৎ আছে তা সহ) এর রেগুলেশন ৪৪ এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১০৮ অনুসারে কোম্পানি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এলআইআইপিএল) এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (''রিমোট ই-ভোটিং'') এর মাধ্যমে নোটিসে প্রদত্ত রেজোলিউশনে তার শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি খুশি।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (সংশোধিতমতো) এর রুল ২০ অনুসারে, কোম্পানি সকল সদস্যকে আরও অবহিত করে যে :

ক) নোটিসে বর্ণিত বিশেষ ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়া যেতে পারে।
খ) নোটিস পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ ০২ আগস্ট, ২০২১।
গ) সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানীর পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটালে তাদের হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩০ জুলাই, ২০২১ অনুসারে।
ঘ) রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারক কাট-অফ ডেট ৩০ জুলাই, ২০২১। যে সকল ব্যক্তির নাম ডিপোজিটরিজ এর কাছে লিপিবদ্ধ করা আছে কাট-অফ ডেট অনুযায়ী কেবলমাত্র তারা রিমোট ই- ভোটিং এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে।
ঙ) রিমোট ই- ভোটিং সময়কাল বুধবার, ০৪ আগস্ট ২০২১ (সকাল ৯.০০ টা) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১, (বিকেল ৫.০০টা) -তে শেষ হবে।
চ) ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না ০২ সেপ্টেম্বর,২০২১ বিকেল ৫.০০টার পর। ।
ছ) পোস্টাল ব্যালট নোটিস, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ , রিমোট ই-ভোটিং নির্দেশাবলী এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাওয়ার জন্য অনিবন্ধিত সদস্যদের ই-মেইল নিবন্ধনের প্রক্রিয়া এবং ''রিমোট ই- ভোটিং'' পদ্ধতি এমসিএ সার্কুলারের নিয়ম অনুসারে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pansaridevelopers.com এবং লিঙ্ক ইনটাইম এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in -তে পাওয়া যাবে ।
জ) এমসিএ সার্কুলারের আলোকে, যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা কোম্পানিকে purti2961@dataone.in -তে একটি ই-মেইল পাঠিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করতে পারেন।
ঝ) ই-মেইলের সফল রেজিস্ট্রেশন করার পরে, সদস্যরা নোটিসের সম্ভ কপি এবং এই পোস্টাল ব্যালটের ই-ভোটিং সক্ষম করতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ ভোট দেওয়ার পদ্ধতি পাবেন। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা purti2961@dataone.in - তে লিখতে পারেন।
ঞ) ইলেকট্রনিক হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সদস্যদের তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরিজ পার্টিসিপেন্টস সাথে এবং ফিজিক্যাল হোল্ডিং এর ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ কোম্পানি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।
ট) এমসিএ সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, ভোট কেবল রিমোট-ই-ভোটিং দ্বারা করা যেতে পারে। যেহেতু রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য একজন ব্যক্তির শারীরিকভাবে সভায় যোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাই সদস্যদের দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিটি নিজেরাই ব্যবহার করুন এবং অন্য কোনো ব্যক্তি/প্রক্সির মাধ্যমে নয়। উপরন্তু, কোভিড -১৯ দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধার কারণে এবং এমসিএ সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক আকারে পোস্টাল ব্যালট নোটিস পাঠাবে এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিসের হার্ড কপি পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং আগাম প্রদত্ত খামের সাথে পাঠানো হবে না এবং সদস্যদের শুধুমাত্র ''রিমোট ই-ভোটিং'' সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি ও অসম্মতি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঠ) ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ('এফএকিউস') এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা https://instavote.linkintime.co.in এর অধীনে সহায়তা বিভাগে পাওয়া যাবে বা লিখতে পারেন enotices@linkintime.co.in তে একটি ইমেল করে। বিকল্পভাবে, আপনি purti2961@dataone.in -তে ইমেল লিখেও যোগাযোগ করতে পারেন।

পানসারি ডেভেলপার্স লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা-
মহেশ কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৮.২০২১

Raka